Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 24-04-2026 14:25 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১০ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ২৪ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩২১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

হুইল চেয়ারে বসে ভোট, অভিমান ভুলে মমতাকেই মসনদে চান নন্দীগ্রামের শহিদের মা

'বাংলায় এসআইআর বিরোধী ভোট পড়েছে', তৃণমূলের প্রচারে রাজ্যে আসার আগে দাবি কেজরির

যুদ্ধবিরতির মাঝেই লেবাননে হামলা ইজরায়েলের, সাংবাদিক-সহ ৫ জনের মৃত্যু

প্রথম দফায় ১১০ পার !

বঙ্গজয়ে শাহী হুঙ্কার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলায় সরকার গড়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোট মিটতেই শুক্রবার সকালে নিউ টাউনের হোটেল থেকে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ১৫২টি আসনের মধ্যে ১১০টিতেই পদ্ম ফুটছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে 'মার্কশিট' পেশ করলেন তিনি। শাহের দাবি, রাতভর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাঁরা নিশ্চিত যে, বাংলায় বিজেপি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসছে। দীর্ঘ সময় পর রাজ্যে কার্যত রক্তপাতহীন ও শান্তিপূর্ণ ভোট হওয়ায় নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে তাঁর বড় ঘোষণা, ৫ তারিখের পর বাংলার ভূমিপুত্রই হবেন পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম দফার রেকর্ড ৯২ শতাংশ ভোটদানকে পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন শাহ। তাঁর মতে, আমজনতা 'ভয়' কাটিয়ে এবার 'ভরসা'র দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রথম দফাতেই বাংলার মানুষ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে ফেলেছেন। এই মাটি বিকাশকে বেছে নিয়েছে।' দ্বিতীয় দফার ভোটারদের প্রতি তাঁর বিশেষ বার্তা, ভয়মুক্ত পরিবেশের এই যাত্রাকে আরও সংকল্পের সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শাহের স্পষ্ট অভিযোগ, তৃণমূল সরকার রাজ্যে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। তাঁর মতে, পরিবর্তনের অর্থ শুধু বিধায়ক বা দল বদল নয়, বরং দুর্নীতি দূর করা, সিন্ডিকেট রাজ সমাপ্ত করা এবং প্রশাসনের ওপর থেকে রাজনৈতিক চাপ সরিয়ে নেওয়া।রাজনৈতিক হিংসার ইতি ঘটিয়ে রাজ্যে নতুন ভোর আনতে মরিয়া বিজেপি। শাহ এদিন দাবি করেন, '৫ তারিখের পর অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে বিজেপির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।' তাঁর মতে, ভারতের পশ্চিম অংশ উন্নত হলেও পূর্ব দিক এখনও পিছিয়ে রয়েছে, যা বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বিকাশের গতি বাড়িয়ে বদলে দেবে। রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্ধ্যা ৭টার পর মেয়েরা কেন বাইরে বেরোচ্ছেন? তাঁর শাসন করার অধিকার নেই।' শাহের পাল্টা প্রতিশ্রুতি, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাত ১টাতেও নির্ভয়ে মেয়েরা স্কুটিতে বেরোতে পারবেন। কোনও গুণ্ডা আসবে না।' মহিলাদের সংরক্ষণের বিরোধিতা করার জবাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটেই পেয়ে যাবেন বলে দাবি তাঁর।পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই জল্পনাতেও এদিন জল ঢেলেছেন শাহ। তিনি সাফ জানান, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে চাই, ৫ তারিখের পর বাংলা মাধ্যমে পড়া, বাংলায় জন্ম নেওয়া, বাঙালিই পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন।' দ্বিতীয় দফার লড়াই বিজেপির জন্য কঠিন কি না, সেই প্রশ্নে শাহের কূটনৈতিক উত্তর, পুরো পশ্চিমবঙ্গই তাঁদের জন্য কঠিন ছিল। আপাতত ৭৭টি আসনে বিজেপি থাকলেও এবার তিনি রাজ্যে জনসমর্থনের এক 'সুনামি' দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর দাবি, সরকার বিজেপি বানায় না, সরকার বানায় জনগণ। ঝালমুড়ি খাওয়া থেকে গঙ্গায় নৌকাভ্রমণ; প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে তৃণমূলের আপত্তিতে শাহের সরস কটাক্ষ, 'কেউ গঙ্গায় নৌকাভ্রমণ করলে কেন আপত্তি? ঝালমুড়ি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও খান। মোদীজি খেলে আপত্তি কিসের?' মধ্যমগ্রামের রোড শো-তে এক বৃদ্ধার ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসার অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে শাহ বলেন, এই আবেগই তাঁর জীবনের বড় শক্তি। রাজ্যে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

প্রশাসনের ওপর মানুষের বিশ্বাস ফিরেছে বলেই পরিণাম বিজেপির পক্ষে আসবে বলে শাহের বিশ্বাস। সব মিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার মহারণের আগে শাহের এই আত্মবিশ্বাসী বয়ান বঙ্গ রাজনীতির পারদ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল।

২৭ লক্ষ আবেদনে নিষ্পত্তি মাত্র ১৩৬!

ক্ষুব্ধ কল্যাণকে হাইকোর্ট দেখাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ২৭ লক্ষ আবেদনের মধ্যে মাত্র ১৩৬টির সুরাহা! ট্রাইব্যুনালের এই মন্থর গতি নিয়ে মামলাকারী তথা তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি কলকাতা হাই কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, ট্রাইব্যুনালে নাম নিষ্পত্তি নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন মনে করলে আবেদনকারী পক্ষ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দ্বারস্থ হতে পারেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত এদিন নাম নিষ্পত্তি ইস্যুর পাশাপাশি মালদহের মোথাবাড়িতে বিচারকদের ঘেরাও-কাণ্ডে এনআইএ-কে চার্জশিট পেশের সবুজ সংকেতও দিয়েছে। শুক্রবার দুপুর গড়াতেই সুপ্রিম কোর্টে মামলার সওয়াল-জবাব শুরু হয়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন পরিসংখ্যান তুলে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, '২৭ লক্ষ আবেদনের মধ্যে মাত্র ১৩৬টি আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে।' এর উত্তরেই প্রধান বিচারপতি কান্ত তাঁকে উচ্চ আদালতের পথ দেখান। এদিকে মামলার শুনানিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বাংলার প্রথম দফার ভোট। কল্যাণ আদালতকে জানান, এবার রাজ্যে ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকেরাও বাড়ি ফিরে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এই বিপুল পরিমাণ ভোটদানকে 'ঐতিহাসিক' তকমা দেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা শোনা যায় তাঁর মুখে। ভোটের হার নিয়ে খুশি খোদ বিচারপতিরাও। প্রধান বিচারপতি কান্তের পর্যবেক্ষণ, 'একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ভোটদানের বেশি হার দেখে আমি খুবই খুশি। মানুষ যখন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, তখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে।' তিনি মনে করেন, ভোটের শক্তি বুঝলে মানুষ হিংসা বিমুখ হয়। বিচারপতি বাগচীও প্রথম দফার শান্তিপূর্ণ মেজাজ নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেন। তবে তাঁর কণ্ঠে ছিল হালকা শ্লেষও। তিনি বলেন, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।' শুনানির গম্ভীর আবহে হঠাৎই আসে সৌজন্যের ছোঁয়া। আগামী ৪ মে ভোটগণনার দিন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান কল্যাণ। তিনি বলেন, '৪ মে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' সেই প্রস্তাব শুনে বিচারপতি বাগচীর মন্তব্য, 'উনি যদি আগে কলকাতায় আসতেন, তা হলে সেই দায়িত্ব আমারই থাকত।' সব মিলিয়ে ট্রাইব্যুনাল জট থেকে ভোটের সৌজন্য, শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট সরগরম থাকল বাংলার নানা ইস্যুতে।

গঙ্গা বাংলার আত্মা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ঃ নৌকাবিহারে আবেগঘন মোদী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোরবেলা তিলোত্তমার ঘুম ভাঙল গঙ্গার ঘাটে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। শুক্রবার সকালে হুগলি নদীর বুকে নৌকাবিহারে বেরোলেন নরেন্দ্র মোদী।

চোখে রোদচশমা, হাতে ক্যামেরা; কখনো ফ্রেমবন্দি করছেন গঙ্গার ঘাট, কখনো আবার দেখছেন হাওড়া ও বিদ্যাসাগর সেতুর স্থাপত্য। নীল জলরাশির ওপর নৌকায় বসে নিভৃতে সময় কাটানোর সেই ছবি নিজেই সমাজমাধ্যমে সবার সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। নির্বাচনী প্রচারের ব্যস্ততা সরিয়ে গঙ্গার মাহাত্ম্য নিয়ে আবেগঘন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, 'প্রতিটি বাঙালির কাছে গঙ্গা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এটা বলাই যায় যে, গঙ্গা বাংলার আত্মা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।'

কলকাতার এই নদী সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি জানান, হুগলি নদীর বুকে কিছুটা সময় কাটিয়ে তিনি 'মা গঙ্গাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ' পেয়েছেন। প্রাতর্ভ্রমণকারী ও নৌকার সওয়ারিদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

সফরের শেষ লগ্নে বাংলার উন্নয়ন নিয়ে বড় বার্তা দিয়েছেন মোদী। তাঁর কথায়, 'আমরা উন্নত পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙালির উন্নতির জন্য যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,

সে কথা হুগলির উপর আরও এক বার উল্লেখ করছি।' বৃহস্পতিবার মথুরাপুর ও কৃষ্ণনগরের সভা এবং হাওড়ার রোড শো সেরে রাজভবনে (অধুনা লোকভবন) রাত্রিবাস করেছিলেন তিনি।

এর মাঝে বেলুড় মঠে গিয়েও কিছুটা সময় কাটান। শুক্রবার পানিহাটি ও বারুইপুরের সভা দিয়ে তাঁর বঙ্গ সফরের পরবর্তী পর্ব শুরু হচ্ছে।

নদীর হাওয়া গায়ে মেখে বাংলার আত্মার সাথে সংযোগ স্থাপনের এই চেষ্টা মোদীর ঝোড়ো প্রচারের মাঝে এক টুকরো শান্ত ছবি এঁকে দিল।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 24-04-2026 14:25 Page 2

ভেসে এল শক্তিশালী লেজার সংকেত!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ এই মহাবিশ্বের আলো হল দূরত্বের 'দূত'। বহু বহু দূরত্ব থেকে ভেসে আসা আলো বয়ে আনে নানা সংকেত! এবার তেমনই এক মেগা লেজার রশ্মি ভেসে এল ৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে। যা দেখে বিস্মিত বিজ্ঞানীরা।দক্ষিণ আফ্রিকার মিরক্যাট রেডিও টেলিস্কোপ ওই সংকেতটি শনাক্ত করেছে। মহাজাগতিক দুনিয়ার বিশাল দূরত্ব থেকে আগত ওই সংকেত সমস্ত বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণ করেছে। সাধারণত মহাকাশে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসার সময় সংকেতগুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে এবং একসময় একেবারে ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু এই সংকেতটি তার উজ্জ্বলতা অটুট রেখেছে। ফলে অনায়াসেই তাকে শনাক্ত করা গিয়েছে। এই মহাবিশ্বের শক্তি ও বিকিরণ কীভাবে আচরণ করে সে সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণাকে নতুন রূপ দিতে পারে এই আবিষ্কার। এমনটাই দাবি গবেষকদের। দক্ষিণ আফ্রিকার মিরক্যাট রেডিও টেলিস্কোপ ওই সংকেতটি শনাক্ত করেছে। মহাজাগতিক দুনিয়ার বিশাল দূরত্ব থেকে আগত ওই সংকেত সমস্ত বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণ করেছে। সাধারণত মহাকাশে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসার সময় সংকেতগুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে এবং একসময় একেবারে ম্লান হয়ে যায়। এই তথাকথিত 'মেগা লেজার রশ্মিটি আসলে একটি 'হাইড্রক্সিল মেগামেসার'। মহাজাগতিক সংঘর্ষের ফলে গ্যাস সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। পাশাপাশি হাইড্রক্সিল অণুগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এর ফলে তারা তীব্র বিকিরণ নিঃসরণ করতে শুরু করে। এই ঘটনাকেই ওই নামে ডাকা হয়। তবে ওই বিকিরণের অসাধারণ তীব্রতার কারণেই তাকে বলা হচ্ছে 'গিগামেসার'। অর্থাৎ তা মেগামেসারের থেকেও তীব্র। এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অন্যতম গবেষক বিজ্ঞানী ড. থাটো মানামেলা বলছেন, দআমরা মহাবিশ্বের ঠিক মাঝখান থেকে লেজারের সমতুল্য একটি রেডিও সংকেত পর্যবেক্ষণ করছি।কিন্তু এতটা পথ পেরিয়ে এসেও কেন তা ম্লান হয়ে যায়নি? অথচ এই ধরনের সংকেত সাধারণত মহাবিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বলে এদের সহজে শনাক্ত করা যায় না। 'মহাকর্ষীয় লেন্সিং'-এর মতো একটি প্রক্রিয়ার কারণেই এক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। এই প্রক্রিয়ায় সামনে অবস্থিত কোনও ছায়াপথ তার পিছন থেকে আসা সংকেতের ওপর একটি আতশকাচের মতো কাজ করে। এই প্রাকৃতিক কাকতালীয় ঘটনাটি সংকেতটির তীব্রতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে এটিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। তবে, এই আবিষ্কারটি কেবল একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যই নয়, এটি আমাদের মহাবিশ্বের আদি পর্যায়ের গঠন ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার সুযোগও করে দেয়।

কন্ডোমের দিন শেষ! বিজ্ঞানীরা তৈরি করলেন পুরুষদের 'গর্ভনিরোধক'

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গর্ভনিরোধক, তাও পুরুষদের! এতদিন যা মূলত মহিলারাই ব্যবহার করতেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে কন্ডোম বা ভ্যাসিকটমির মতো পদ্ধতি থাকলেও ওষুধ বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ছিল মহিলাদের জন্যই। কিন্তু এবার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দাবি করলেন, তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন নিরাপদ ও একশো শতাংশ কার্যকরী পুরুষ গর্ভনিরোধক । এবং এতে কোনও হরমোনও লাগবে না।জানা গিয়েছে, ছ'বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে গবেষণা করছিলেন। যে পদ্ধতিতে যৌনকোষ উৎপন্ন হয় তার নাম মায়োসিস। সেই পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপকে বাধা দিলে সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব হবে না বলেই মনে করেছিলেন তাঁরা। তারপর শুরু হয় সেই বাধাদানের প্রয়াস। আর সেজন্য জেকিউ১ নামের অণু, যা ক্যানসার ও প্রদাহজনিত অসুখের পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়, সেটাকেই কাজে লাগানো হয়। 'দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস'-এ সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে এই বিষয়ে বিশদে জানানো

হয়েছে। সেখান থেকে জানা যাচ্ছে, মায়োসিসের 'প্রফেজ ১' ধাপটিকে ব্যাহত করে সাময়িক ভাবে শুক্রাণুর উৎপাদন রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ইঁদুরদের মধ্যে গবেষণা করে দারুণ সাড়া মিলেছে বলেই দাবি।কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দাবি করলেন, তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন নিরাপদ ও একশো শতাংশ কার্যকরী পুরুষ গর্ভনিরোধক। এবং এতে কোনও হরমোনও লাগবে না।গবেষণাপত্রটির অন্যতম লেখক পলা কোহেন জানিয়েছেন, দশুক্রাশয়ের নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে কাজে লাগিয়ে শুক্রাণু উৎপাদন বন্ধ করা এক বাস্তবসম্মত উপায়। আমাদের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা স্বাভাবিক মায়োসিস এবং শুক্রাণুর পূর্ণাঙ্গ কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর ফলে সৃষ্ট বংশধররা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়।কীভাবে ব্যবহার করা হবে ওই গর্ভনিরোধক? কোহেন জানিয়েছেন, মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলার পর এই ধরনের পুরুষ গর্ভনিরোধক প্রতি তিন মাস অন্তর একটি ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আকাশের কোলে নীল রঙের গ্রহ!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পৃথিবীর একগুচ্ছ অসামান্য ছবি উপহার দিল আর্তেমিস ২। অরিওন ক্যাপসুল থেকে চোখধাঁধানো ছবিগুলি দেখে মুগ্ধ মহাকাশপ্রেমীরা। ৫০ বছর মানুষের চন্দ্রাভিযানের শুরুতেই এই ছবিগুলি নিঃসন্দেহে বড় পাওনা হয়ে রইল বলেই মনে করা হচ্ছে। ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম একটি ছবি, কালো অন্তরীক্ষের প্রেক্ষাপটে নীল রঙের ঝলমলে পৃথিবী। মহাকাশযানের জানালা দিয়ে তোলা আরেকটি চমৎকার ছবিতে প্রশান্ত মহাসাগর ও মেঘমালার ঘূর্ণায়মান নীল ও সাদা বিন্যাসের এক উচ্চ-রেজোলিউশনে পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে। হয়তো যা দেখে মহাকাশচারীদের মনে পড়ছিল মাত্র কয়েক দিন আগেই পেছনে ফেলে আসা নিজেদের গ্রহটাকে! এই সব যে কেবল ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে তা নয়। বরং গোটা পৃথিবীবাসীকেই নভশ্চরদের অভিযানের 'লাইভ' আপডেটও দেবে কার্যত।ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোরে আমেরিকার ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে 'দানবীয়' কমলা-সাদা মহাকাশযানটি চাঁদের উদ্দেশে রওনা দেয়। এটিই গত পাঁচ দশকে নাসার প্রথম মানববাহী চন্দ্রযান। ভিতরে রয়েছেন আমেরিকার তিন জন এবং কানাডার এক জন নভশ্চর। তাঁরা হলেন রিড ওয়াইজম্যান,

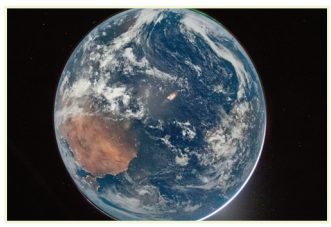

ভিক্টর গ্লোভার ও ক্রিস্টিনা কচ এবং জেরেমি হ্যানসেন। আগামী ১০ দিন ঘণ্টায় প্রায় ৯৬০০ কিলোমিটার বেগে মহাকাশযানটি চাঁদে প্রদক্ষিণ করবে এবং নভশ্চররা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। তারপর মহাকাশযানটি ফের পৃথিবীতে ফিরে আসবে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে মহাকাশযানের ওরিয়ন ক্যাপসুলটির অবতরণ করার কথা। তবে চাঁদকে চক্কর কাটলেও এই অভিযানে চাঁদে অবতরের কোনও পরিকল্পনা নেই। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী দিনে নাসা আর্তেমিস-৩'র পরিকল্পনা করবে। তখন সেটি চাঁদের মাটিতে অবতরণ করবে।কিন্তু এত দীর্ঘ সময় পরে চাঁদের মাটিতে মানুষ পাঠিয়েছে নাসা, অথচ সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে তেমন কোনও উৎসাহ নেই! মনে করা হচ্ছে, অর্থনৈতিক সংকট, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজনের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাকে তাঁরা মহাকাশ অভিযানের থেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

বিশ্বের উষ্ণতম ২০ শহরের ১৯টিই ভারতে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের চরম রূপ দেখছে দক্ষিণ এশিয়া। বসন্তের বিদায়বেলাতেই কার্যত আগুনের গোলায় পরিণত হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশ। বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রার রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলায় প্রথম সারিতে উঠে এল ভারতের একাধিক শহর। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের সবথেকে উত্তপ্ত ২০টি শহরের তালিকায় ১৯টিই ভারতের দখলে। বিহার থেকে ওড়িশা কিংবা পশ্চিমবঙ্গ; সর্বত্রই সূর্যের চোখরাঙানি চরমে পৌঁছেছে। এক কথায়, বিশ্ব উষ্ণায়নের ভরকেন্দ্রে এখন আমাদের দেশ।আবহাওয়াবিদদের মতে, এই পরিস্থিতি কেবল বিচ্ছিন্ন তাপপ্রবাহ নয়। বরং এক বড়সড় বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তনের সংকেত। ২১ এপ্রিলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তাপমাত্রার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বিহারের ভাগলপুর, ওড়িশার তালচের এবং পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল, দুর্গাপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া সহ আরও বেশ কিছু জেলা। প্রতিটি শহরেই পারদ ছুঁয়েছে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর ঠিক পরেই রয়েছে মোতিহারি, মুঙ্গের এবং সিওয়ানের মতো শহরগুলি। ভারতের বাইরে এই তালিকার একমাত্র নাম নেপালের লুম্বিনি। সাধারণত পারদ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করলে

তাপপ্রবাহ ধরা হয়। তবে বর্তমানে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪৩ থেকে ৪৪ ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করছে।এই চরম তাপপ্রবাহের পিছনে একাধিক ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত কারণ রয়েছে। প্রথমত, আকাশ মেঘমুক্ত থাকায় সরাসরি সূর্যরশ্মি ভূখণ্ডকে তপ্ত করে তুলছে। উত্তর ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই 'সোলার হিটিং' অত্যন্ত তীব্র। দ্বিতীয়ত, ইউরেশিয়া এবং হিমালয় অঞ্চলে শীতকালীন তুষারপাতের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বরফ কম থাকায় সূর্যের আলো মহাকাশে প্রতিফলিত হতে পারছে না। ফলে মাটি দ্রুত গরম হয়ে উঠছে।একইসঙ্গে সমুদ্রের তাপমাত্রার পরিবর্তন বা এল-নিনো পরিস্থিতির প্রভাবও এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। শুকনো উত্তর-পশ্চিমী বাতাস সমতল ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার ফলে মেঘ তৈরির প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ফলে বৃষ্টির দেখা নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই এই ধরনের চরম আবহাওয়া বারবার ফিরে আসছে। ২২ থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে স্বস্তির কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং তাপপ্রবাহের তীব্রতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে কয়েক গুণ। এভাবেই এপ্রিলের মাঝামাঝিতেই যেন আগাম গ্রীষ্মের লেলিহান শিখায় পুড়ছে ভারত।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 24-04-2026 14:25 Page 3

পূর্বস্থলী উত্তরে 'কালো ঘোড়া' বাবান ঘোষ, ত্রিমুখী লড়াইয়ে বদলাচ্ছে সমীকরণ

নয়া জামানা, বর্ধমান বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্র এখন রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। প্রথম দফার ভোটে নজরকাড়া ভোটদানের হার রাজ্য রাজনীতিতে নতুন জল্পনা তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে পূর্বস্থলী উত্তরে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির যুব নেতা বাবান ঘোষকে ঘিরে বাড়ছে আগ্রহ। রাজনৈতিক মহলের একাংশ তাঁকে এই কেন্দ্রের 'কালো ঘোড়া' বলেই মনে করছে। এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোট প্রায় ২৮ থেকে ৩৫ শতাংশ। ফলে এই ভোট কোন দিকে যাবে, তা ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে। সেই অঙ্ক মাথায় রেখেই প্রচার কৌশল সাজিয়েছেন বাবান ঘোষ। প্রচারের শুরু থেকেই তাঁর হাত ধরে ৩০০ থেকে ৪০০ জন করে সমর্থক দলে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি দলের।বাবান ঘোষের রাজনৈতিক জীবন শুরু তৃণমূল কংগ্রেসে। যুবনেতা হিসেবে তিনি সংগঠনে সক্রিয় ছিলেন। কালীঘাটে তাঁর ছোটবেলা কেটেছে। ২০১১ সালের আগেই তিনি সংগঠনের ভিত মজবুত করেন। পরে ২০১৬ সালের পর বিজেপিতে যোগ দেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির একাধিক জয়ের পিছনে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা কাজ করেছে। এখন সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই নতুন দলে নিজের জায়গা শক্ত করতে নেমেছেন।দলের শীর্ষ নেতৃত্ব, বিশেষ করে হুমায়ুন কবীর, বাবান ঘোষের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। স্থানীয় স্তরে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং পাড়াভিত্তিক সংগঠন তাঁকে শক্তিশালী প্রার্থী করে তুলেছে। বর্তমানে পূর্বস্থলী উত্তরে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হিসেবে তাঁর প্রচার জোরকদমে চলছে।পুরসুরি, কল্যাণপুর, মাজিদার মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় যেমন তিনি প্রচার করছেন, তেমনই ছাতনী ও হলদিপাড়ার মতো হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাতেও নিয়মিত জনসংযোগ রাখছেন। দলের দাবি, সংখ্যালঘু ভোটের বড় অংশ তাঁদের দিকে আসবে। একই সঙ্গে বাবান ঘোষ হিন্দু হওয়ায় হিন্দু ভোটও টানতে পারবেন বলে আশা।সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা; দিনে তিন দফায় চলছে তাঁর প্রচার। তীব্র গরম উপেক্ষা করে বাড়ি বাড়ি প্রচার, পথসভা ও র‍্যালিতে অংশ নিচ্ছেন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে বাবান ঘোষ সমীকরণ বদলে দিতে পারেন। এখন নজর ফলাফলের দিকে।

দেগঙ্গায় আইএসএফ নেতার দুয়ারে বোমা ! সন্দেহের তির তৃণমূলের দিকে

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ দেগঙ্গায় ভোটের আগে ফের বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দেগঙ্গার ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্ধনপুর এলাকায় এক আইএসএফ নেতার বাড়ির দরজার সামনে থেকে দু'টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শুরু হয়েছে তৃণমূল ও আইএসএফের রাজনৈতিক চাপানউতোর।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোরে দেগঙ্গার আইএসএফ নেতা মহাম্মদ হাবিবুল রহমান বাড়ির সদর দরজা খুলতেই দরজার গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখেন দু'টি তাজা বোমা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেগঙ্গা থানায় খবর দেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা দু'টি উদ্ধার করে এবং এলাকা ঘিরে তদন্ত শুরু করে।মহাম্মদ হাবিবুল রহমান আইএসএফের অঞ্চল সম্পাদক। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই ভয় দেখাতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি দাবি করেন, কয়েক দিন আগে পদ্মপুকুর বাজারে আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলামের সমর্থনে সভায় তিনি শাসকদলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তার জেরেই প্রতিশোধ নিতে তাঁর বাড়ির সামনে বোমা রাখা হয়েছে। তাঁর আরও দাবি, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার একইভাবে তাঁর বাড়ির সামনে বোমা রাখা হল।যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ভোটের আগে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতেই আইএসএফ এই নাটক সাজিয়েছে। তাঁদের পালটা অভিযোগ, কয়েক দিন আগেই এলাকার একটি জঙ্গল থেকে আইএসএফের মজুত করা বোমা উদ্ধার হয়েছিল।দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেগঙ্গার রাজনৈতিক পরিবেশ। গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কে বা কারা বোমা রেখে গেল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ।

আবগারি লকডাউন উঠতেই মদের দোকানে উপচে পড়া ভিড়

নয়া জামানা ঃ প্রথম দফার ভোট মিটতেই শুক্রবার রাজ্যজুড়ে খুলে গেল লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান ও বার। টানা তিন দিন বন্ধ থাকার পর দোকান খুলতেই শহর থেকে জেলা;সব জায়গায় সুরাপ্রেমীদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। সকাল থেকেই বহু দোকানের সামনে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। কোথাও কোথাও দোকানের ঝাঁপ খোলার আগেই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন ক্রেতারা।আবগারি দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রথম দফার ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ২১ এপ্রিল থেকে মদের দোকান ও বার বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি হয়েছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত। ভোটপর্ব শেষ হতেই শুক্রবার থেকে ফের খুলে যায় দোকানগুলি। দীর্ঘদিন পর দোকান খোলায় অনেকেই আগেভাগেই পৌঁছে যান পছন্দের মদ কিনতে।দুর্গাপুরের কাঁকসা, সিটি সেন্টার ও মুচিপাড়া এলাকায় সবচেয়ে বেশি ভিড় নজরে আসে। দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতাদের ঢল নামে। এক দোকানের কর্মী উত্তম সাঁতরা জানান, তাঁদের কাছে দোকান খোলার নির্দেশ এসেছে। তবে পরিস্থিতি খারাপ হলে আবার বন্ধের নির্দেশ আসতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। প্রশাসন গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।এই ভিড় দেখে অনেকেরই করোনাকালের স্মৃতি ফিরে এসেছে। লকডাউন শিথিল হওয়ার পর যেমন মদের দোকানের সামনে ভিড় হয়েছিল, ঠিক তেমনই ছবি এদিনও দেখা যায় রাজ্যের নানা প্রান্তে। সামাজিক মাধ্যমে সেই ছবি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।সাধারণত ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে মদের দোকান বন্ধ রাখার নিয়ম থাকলেও, এবার সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ৯৬ ঘণ্টা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু ভোট হওয়া জেলাগুলিতে নয়, গোটা রাজ্যেই এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছিল। কলকাতাতেও দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। তিনি আবগারি দপ্তরের কাছে বিষয়টি নিয়ে জানতে চান।জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেও একই নিয়ম কার্যকর হবে। ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে আবারও রাজ্যজুড়ে মদের দোকান ও বারে তালা ঝুলবে। ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটের মাঝে মাত্র আড়াই দিনের মতো ব্যবসার সুযোগ মিলেছে। সেই কারণেই ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা এই অল্প সময়টুকু কাজে লাগাতে চাইছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

মালতিপুরে ভোট দিতে গিয়ে মৃত্যু এক মহিলা ভোটারের

উমার ফারুক, নয়া জামানা, মালদা ঃ নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে জীবনের পথচলা থেমে গেল।গণতন্ত্রের মহোৎসবে এমন বেদনাবিধুর ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের মালতিপুর বিধানসভার ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাণ্ডারণ বাগদীপাড়ায়। এই গ্রামের বাসিন্দা প্রমিলা বাগদী (৪৭) বৃহস্পতিবার ভোট দিতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ প্রমিলা বাগদি মালতিপুর বিধানসভার ১৫২ নম্বর কাণ্ডারণ জুনিয়র বেসিক স্কুল বুথে ভোট দিতে যান। অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভোটদানের পর তিনি হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান। স্থানীয় লোকজন ওই মহিলাকে উদ্ধার করে তাঁর বাড়ি নিয়ে আসেন। পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসার জন্য সামসি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।কিন্তু সে সময় সুযোগ হয়নি বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয় বলে দাবি পরিবারের। মহিলার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া। মৃতের এক ছেলে ষষ্ঠী মণ্ডল শোকাতুর হয়ে বলেন , ভোটের দিন এইভাবে মা আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন ভাবতেও পারিনি। মায়ের তেমন কোন বড় অসুখ ছিলনা। তবে বুধবার বিকেলে হঠাৎ বুক ব্যথা অনুভব হচ্ছে বলেছিল। হাসপাতালে চিকিৎসার পর ওষুধ সেবন করে ভালোই ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা উমা বাগদী বলেন,ওদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বাস্তুভিটা ছাড়া জমিজায়গা নেই। তাঁর ছেলেরা ভিন রাজ্যে কাজ করে সংসার চালায়।পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা দরকার। এদিন মৃতের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাতে মালতিপুর বিধানসভার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা মৃতের বাড়িতে উপস্থিন হন।

রেকর্ড ভোটে ইতিহাস কোচবিহারে, রাজ্যে নজির ৯১.৭৮ উপস্থিতি

প্রদীপ কুন্ডু,নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ নির্বাচনের আবহে নজির গড়ল কোচবিহার জেলা। ভোটগ্রহণ পর্ব চলাকালীন কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতির রেকর্ড গড়েছে এই সীমান্তবর্তী জেলা। বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলাশাসক জিতিন যাদব জানান, সকাল থেকে বিভিন্ন বুথে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই এই রেকর্ডের মূল কারণ।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ এবং নির্বাচনকর্মীদের সমন্বয়ে প্রতিটি বুথে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ভোটারদের মধ্যে আস্থা বেড়েছে এবং বিপুল সংখ্যায় মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের তরফেও উঠে এসেছে এক ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান। স্বাধীনতার পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে ৯১.৭৮ শতাংশ ভোটার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন,

যা রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে এক বিরল নজির বলে দাবি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা ও সচেতনতারই প্রতিফলন এই বিপুল অংশগ্রহণ।গ্রামাঞ্চল থেকে শহর;সব জায়গাতেই ভোটারদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 24-04-2026 14:25 Page 4

বাংলাদেশি রিকশার রাজকীয় সাজ

বাংলাদেশে পরিবহনের সাবলীল মাধ্যম হিসেবে রিকশা খুবই জনপ্রিয়। বিশেষত ঢাকায়। এখানে বেশিরভাগ অঞ্চলই সমতল, যার ফলে রিকশায় যাতায়াতের সুবিধে বেশি। পরিবেশ-বান্ধব এই বাহনের ভাড়াও আম-জনতার সাধ্যের ভিতরেই থাকে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে বলা হয় 'রিকশার শহর'। এই শহরের ছোটো-বড়ো রাস্তায় রংবেরং-এর প্রচুর রিকশা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এদেশের গ্রামাঞ্চলেও রিকশা পরিষেবা যথেষ্ঠ সহজলভ্য।বিশ্বে প্রথম রিকশার প্রচলন হয়েছিল জাপানে। কলকাতা পুরসভা ১৯১৪ সালে প্রথম রিকশা পরিবহনের ছাড়পত্র দেয়। তার আগেই মায়ানমারে রিকশা বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। মায়ানমার থেকে চট্টগ্রামে রিকশার প্রচলন হয়।আর ঢাকায় রিকশা প্রথম যায় কলকাতা থেকে। ১৯৩০-এর দশকে পূর্ববঙ্গে রিকশা এক গুরুত্বপূর্ণ যানে পরিণত হয়। তবে পূর্ববঙ্গে রিকশায় অলংকরণ শুরু হয় মোটামুটি ৫০-এর দশকে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর সেখানে শিল্পচর্চার বেশ কিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারা গড়ে ওঠে। যেমন, সিনেমার ব্যানার পেইন্টিং, রিকশা পেইন্টিং, ট্রাক পেইন্টিং। ৬০-এর দশকে রিকশায় অলংকরণ পূর্ব পাকিস্তানের শহুরে শিল্পের মর্যাদা পায়। রিকশায় অলংকরণ করে বিখ্যাত হন আর কে দাশ, আলি নূর, দাউদ উস্তাদ, আলাউদ্দিনের মতো শিল্পীরা। এঁদের মধ্যে অনেকেই অন্য পেশা ছেড়ে পুরোপুরি রিকশা অলংকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন চামড়ার পৈত্রিক ব্যবসা ছেড়ে রাজকুমার দাশ এবং তাঁর ছেলে এখন রিকশার অলংকরণকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।বাংলাদেশে রিকশার অলংকরণে বিষয়ের বৈচিত্র্য সবাইকে মুগ্ধ করে। প্রাকৃতিক নানান দৃশ্য, পশুপাখি , ফুল-ফল, শহরের দৃশ্য, গ্রামের জীবনযাত্রা, সিনেমার নায়ক-নায়িকা, ধর্মীয় গল্প, কিংবদন্তি, রাজনৈতিক ঘটনা, মুক্তিযুদ্ধ , অনেক কিছুই রিকশার ছবিতে উঠে আসে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি রিকশায় মানুষের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ হলে শিল্পীরা অন্য সব বিষয় নিয়ে অসাধারণ সব ছবি আঁকতে থাকেন। স্কুল ব্যাগ কাঁধে খরগোশ ছানা, শিয়াল ট্রাফিক পুলিশ , এরকম ছবিতে রিকশা-শরীর ভরে ওঠে।

বাংলাদেশের রিকশা শিল্পের খ্যাতি বিশ্বের দরবারেও পৌঁছে গেছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।খা আছে সুসজ্জিত বাংলাদেশি রিকশা। জাপানের ফুকুয়োকা এশিয়ান আর্ট মিউজিয়ামের প্রদর্শনিতে দর্শকরা বাংলাদেশের রিকশা দেখতে ভিড় করেছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশের রিকশা নিয়ে আরও বেশ কিছু প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। নানা দেশের ক্রেতারা ছবি আঁকা রিকশা নিয়ে যান বাংলাদেশ থেকে। তবে, এখন উন্নত প্রযুক্তির যুগে হাতে আঁকা অলংকরণের কদর কমে গেছে। অনেকে রেক্সিন গ্রাফিক্স করেই রিকশা সাজান। এরই মধ্যে রাজকুমার দাশ, টেক্কা মিস্ত্রির মতো কেউ কেউ এখনও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পমাধ্যমটিকে বাঁচিয়ে রেখে ছেন। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।